

ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট প্রদান পদ্ধতি

ড. মোঃ আব্দুর রউফ

সম্প্রতি ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের বাজেট কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বাংলাদেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। তবে, ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট প্রদান পদ্ধতিতে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি। শুধুমাত্র ব্যবসায়ী পর্যায়ে রেয়াত না নিলে ভ্যাটের হার ইতোপূর্বে ৪% ছিল তা ৫% এ বর্ধিত করা হয়েছে। ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট প্রদান পদ্ধতি অনেকের কাছে স্পষ্ট নয়। অনেকে ভ্যাট ব্যবস্থার “পণ্যাগার” সেবা ব্যবসায়ী পর্যায়ে ডিলার, ডিস্ট্রিবিউটর-এর সাথে গুলিয়ে ফেলেন। আমাদের দেশের ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট ব্যবস্থা যথেষ্ট সুসংগঠিত নয়। আমরা জানি যে, পণ্যের ক্ষেত্রে তিনটি পর্যায়ে ভ্যাট আদায় করা হয়, যথা:- আমদানি পর্যায়, উৎপাদন পর্যায় এবং ব্যবসায়ী পর্যায়। এ তিনটি পর্যায়ের মধ্যে আমাদের দেশে ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট প্রদান/আদায় পদ্ধতি অপেক্ষাকৃতভাবে কম সংগঠিত। বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতির হিসাব অনুসারে সারাদেশে প্রায় ২৫ লক্ষ ট্রেডিং প্লেস রয়েছে যা গ্রাম-গঞ্জ থেকে শুরু করে ঢাকা শহর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় অবস্থিত। এগুলো হলো ডিলার, ডিস্ট্রিবিউটর, কমিশন এজেন্ট, সেলস সেন্টার, সুপার শপ, মেগা মল, জেনারেল স্টোর, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, পাইকারী বিক্রেতা, খুচরা বিক্রেতা ইত্যাদি। এত স্থান থেকে সঠিকভাবে ভ্যাট আহরণ করার মত জনবল ও অন্যান্য কাঠামো জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নেই। তাছাড়া, বর্তমানে আমাদের দেশে সর্বমোট যে পরিমাণ ভ্যাট আহরিত হয় সেক্ষেত্রে ট্রেড ভ্যাটের অবদান খুব বেশি নয়, মাত্র ৩/৪ শতাংশ। তাছাড়া, আমদানি পর্যায়ে এ্যাডভান্স ট্রেড ভ্যাট (এটিভি) আহরিত হয় আর ৩/৪ শতাংশ। সব মিলে মোট ভ্যাট আদায়ে ট্রেড ভ্যাটের অবদান ৭/৮ শতাংশের মত। তাই, এদিকে খুব বেশি নজর দেয়াও সম্ভব হয়নি। তবে, ট্রেডিং পর্যায়ে ভ্যাট বৃদ্ধি করার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। বর্তমানে আমাদের দেশে ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ কী কী তা নিয়ে জনমনে অনেক জিজ্ঞাসা রয়েছে।

ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট বলতে আমরা কী বুঝি সে বিষয়ে কিছু আলোচনা এখানে প্রাসঙ্গিক। কোনো পণ্য আমদানি করার পর বা উৎপাদক কর্তৃক বিক্রি করার পর এই পণ্য ডিস্ট্রিবিউটর, ডিলার, কমিশন এজেন্ট, পাইকারী বিক্রেতা, খুচরা দোকানদার ইত্যাদি হাত ঘুরে সর্বশেষ ভোক্তার হাতে পৌঁছায়। এই সব বিক্রেতাকে ভ্যাট ব্যবস্থায় ব্যবসায়ী বলা হয়। ইংরেজিতে বলা হয় trader। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ভ্যাট আদায় করা হয় পণ্য এবং সেবার ওপর। পণ্যের ক্ষেত্রে ভ্যাট আদায় করার জন্য ৩টি পর্যায় রয়েছে। যথা: (১) আমদানি পর্যায়; (২) উৎপাদন পর্যায়; এবং (৩) ব্যবসায়ী পর্যায়। ব্যবসায়ী পর্যায়ে পণ্যের আকার-প্রকারে কোনোরূপ পরিবর্তন হয় না - শুধুমাত্র হাত বদল হয়। ব্যবসায়ী পর্যায়ে পণ্য আসে দুটি উৎস হতে। এক হলো আমদানি, দুই হলো উৎপাদন।

ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট আদায় সংক্রান্ত মূল এস.আর.ও. নং-১৭৪-আইন/২০১৮/৭৯৭-মূসক, তারিখ: ০৭ জুন, ২০১৮। তাছাড়া, আরো কতিপয় আদেশ ইত্যাদি রয়েছে যা দ্বিতীয় খণ্ডের ‘ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট’ উপাধিচ্ছেদে পাওয়া যাবে। ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট পরিশোধের ক্ষেত্রে যেসব বিধি-বিধান বর্তমানে কার্যকর রয়েছে, তা বিচার-বিশ্লেষণ করলে ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট প্রদান পদ্ধতিকে ৪ (চার) ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: (১) ১৫% স্ট্যান্ডার্ড ট্রেড ভ্যাট পদ্ধতি; (২) ৫% ট্রেড ভ্যাট পদ্ধতি; (৩) আমদানির পর প্রথম বিক্রীর ক্ষেত্রে সীল প্রদান পদ্ধতি; এবং (৪) প্যাকেজ ভ্যাট পদ্ধতি। তাছাড়া, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ব্যাখ্যাপত্র নং- ০১/মূসক/২০১৫, তারিখ: ১২/০২/২০১৫ খ্রিঃ অনুসারে ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হতে পণ্য ক্রয় করে ব্যবসায়ী পর্যায়ে বিক্রীর ক্ষেত্রে, ব্যবসায়ী পর্যায়ে শুধুমাত্র মূল্য সংযোজনের ওপর নীট ভ্যাট প্রদান করার পদ্ধতি রয়েছে যা এই অধ্যায়ের শেষাংশে আলোচনা করা হয়েছে।

১৫% স্ট্যান্ডার্ড ট্রেড ভ্যাট পদ্ধতি

স্ট্যান্ডার্ড ট্রেড ভ্যাট পদ্ধতিতে যেসব ব্যবসায়ী ভ্যাট প্রদান করবেন, তারা ভ্যাট ব্যবস্থার সকল সাধারণ নিয়ম-কানুন মেনে চলবেন। যেমন: এসব ব্যবসায়ী কোনো পণ্য আমদানি বা স্থানীয়ভাবে ক্রয় করার পর রেয়াত গ্রহণ করবেন। প্রকৃত মূল্য সংযোজনের ভিত্তিতে ‘মূসক-১খ’ ফরমের মাধ্যমে ক্রয়কৃত পণ্যের মূল্য ঘোষণা প্রদান করবেন। ‘মূসক-১১’ চালানপত্র ইস্যু করে, ১৫% ভ্যাট প্রদান করে পণ্য বিক্রি করবেন। এ ধরনের ব্যবসায়ী চলতি হিসাব রেজিস্টার সংরক্ষণ করবেন, দাখিলপত্র প্রদান করবেন এবং ভ্যাট সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় অন্যান্য দলিলাদি সংরক্ষণ করবেন। ‘মূসক-১৬’ রেজিস্টার অনুসারে ক্রয় হিসাব এবং ‘মূসক-১৭’ রেজিস্টার অনুসারে বিক্রয় হিসাব সংরক্ষণ করা আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থার একটি অন্যতম বিধান। এ ধরনের ব্যবসায়ী তা সংরক্ষণ করবেন। তবে, গত ২০১২-১৩ অর্থ বছর থেকে নতুন একটি ফরমের প্রচলন করা হয়েছে। যা ‘ফরম-ক’ নামে পরিচিত। এ ধরনের ব্যবসায়ী ‘মূসক-১৬’ এবং ‘মূসক-১৭’ ফরমের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় হিসাব রাখার পরিবর্তে ‘ফরম-ক’ এর মাধ্যমে সমন্বিত ক্রয় ও বিক্রয় হিসাব সংরক্ষণ করতে পারবেন। ফরমটি পূর্বের অনুচ্ছেদে বর্ণিত এস.আর.ও এর শেষাংশে সন্নিবেশ করা আছে।

বাণিজ্যিকভাবে আমদানিকৃত পণ্যের ওপর আমদানি পর্যায়ে ৫% এ্যাডভান্স ট্রেড ভ্যাট (এটিভি) আদায় করা হয়। এ ধরনের ব্যবসায়ী উক্ত ৫% এটিভি রেয়াত নিতে পারবেন। যে কর মেয়াদে আমদানি পর্যায়ে এটিভি আদায় করা হয়েছে সে কর মেয়াদে বা তার পরবর্তী ১ (এক) কর মেয়াদের মধ্যে এটিভি রেয়াত নিতে হবে। আমদানি পর্যায়ে পরিশোধিত ১৫% ভ্যাট স্বাভাবিক নিয়মে ক্রয়কৃত পণ্য নিবন্ধিত স্থানে প্রবেশের পর এবং ক্রয় হিসাব রেজিস্টারে এন্ট্রি দেয়ার পর ২ (দুই) কর মেয়াদের মধ্যে রেয়াত নিতে হবে। তবে, আমার ব্যক্তিগত অভিমত হলো, যেহেতু আইনে রেয়াত নেয়ার সময়সীমা উপকরণ আগমনের পরবর্তী দুই কর মেয়াদ, সেহেতু ১৫% ভ্যাট এবং ৫% এটিভি দুটি ক্ষেত্রেই এই একইরকম সময়সীমা অনুসরণ করা যায়। উল্লেখ্য, কোনো ব্যবসায়ী স্ট্যান্ডার্ড ট্রেড ভ্যাট পদ্ধতিতে ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট পরিশোধ করবেন না-কি ৫% ট্রেড ভ্যাট পদ্ধতিতে ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট পরিশোধ করবেন, তা উক্ত ব্যবসায়ীর নিজস্ব সিদ্ধান্তের বিষয়। তবে, কোনো ব্যবসায়ী

প্যাকেজ ভ্যাট পরিশোধ করবেন কি-না তা নির্ধারণ করেন স্থানীয় দোকান মালিক সমিতি এবং স্থানীয় ভ্যাট কর্তৃপক্ষ একত্রে। যে দোকান/প্রতিষ্ঠানগুলো প্যাকেজ ভ্যাট পরিশোধ করার জন্যে নির্ধারণ করা হয়, সেগুলো ছাড়া অন্য সব দোকান/প্রতিষ্ঠান স্ট্যান্ডার্ড ট্রেড ভ্যাট পদ্ধতিতে ১৫% ভ্যাট পরিশোধ করলে উপকরণ কর রেয়াত পাবেন; আর ৫% ট্রেড ভ্যাট পরিশোধ করলে উপকরণ কর রেয়াত পাবেন না।

এখানে উল্লেখ করা যায় যে, এ ধরনের ব্যবসায়ী আমাদের দেশে বেশি নেই। যেসব ব্যবসায়ীর আইন পরিপালন ভালো সেসব ব্যবসায়ী এই পদ্ধতিতে ভ্যাট পরিশোধ করা পছন্দ করে। এই পদ্ধতিতে পরিপালন ব্যয় একটু বেশি, তবে ভ্যাটের ভার কম। কারণ, পূর্বে পরিশোধ করা ১৫% ভ্যাট এবং আমানি করা পণ্য হলে আরো ৫% এটিভি রেয়াত নিলে এর পর যে ভ্যাট দেয়া হয় তার হার বেশি হয় না, ১% বা ২% হয় মাত্র। অন্যদিকে উপকরণ কর রেয়াত না নিয়ে ৫% ট্রেড ভ্যাট প্রদান করলে ভ্যাটের ভার অনেক বেশি হয়। এক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন বিষয়ে একটি কথা উল্লেখ করা দরকার। তা হলো, এ ধরনের ব্যবসায়ীগণ ভ্যাট চালানপত্র ইস্যু করে পণ্য বিক্রি করবেন। যিনি পণ্য কিনবেন তিনি বিল পরিশোধ করার সময় উৎসে ভ্যাট কর্তন করবেন না। কারণ, আমরা জানি যে, ব্যবসায়ী ভ্যাট চালান ইস্যু করে পণ্য বিক্রি করলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না।

ব্যবসায়ী কর্তৃক 'মূসক-১১ক' ফরম ব্যবহার নিয়ে মাঠ পর্যায়ে বিভ্রান্তি রয়েছে। তাই, এ বিষয়টি কিঞ্চিৎ আলোচনা করা দরকার। 'মূসক-১১ক' ফরম সকল ব্যবসায়ী কর্তৃক ব্যবহারের জন্য নয়। মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি ১৬ এর উপ-বিধি (১) এর দ্বিতীয় শর্তাংশ অনুসারে, কোনো ব্যবসায়ী যদি ভ্যাটের আওতায় অনির্দিষ্ট ক্রেতার কাছে বিক্রি করেন তাহলে তিনি 'মূসক-১১ক' ফরম ব্যবহার করতে পারেন। কারণ, অনির্দিষ্ট ক্রেতা রেয়াত নেন না। ওই শর্তাংশ অনুসারে তাকে 'মূসক-১১' ফরমে চালানপত্র দেয়ার বিধানও রয়েছে। অর্থাৎ 'মূসক-১১' বা 'মূসক-১১ক' দুটি ফরমের যেকোনো একটি ফরম ব্যবহার করা যায়। অনেকদিন পূর্বে 'মূসক-১১ক' ফরমটি চালু করা হয়েছিল মূলত যারা রেয়াত নেন না তাদেরকে দেয়ার জন্যে। এ বিষয়টি এখন অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে। মাঠ পর্যায়ে বিভ্রান্তির কারণে প্রচুর ব্যবসায়ী আছেন যারা সকল ক্রেতাকে 'মূসক-১১ক' ফরমে চালানপত্র দিয়ে থাকেন। এমনকি কোনো কোনো সেবা প্রদানকারীও 'মূসক-১১ক' ফরমে চালানপত্র ইস্যু করে থাকেন। তাই, আমার ব্যক্তিগত মতামত এই যে, ব্যবসায়ীগণ সকল ক্রেতাকে 'মূসক-১১' ফরমে চালানপত্র জারি করবেন, এটাই বেশি যুক্তিযুক্ত। 'মূসক-১১ক' ফরমটি এখন বিলুপ্ত করাই শ্রেয়।

ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট প্রদান পদ্ধতি: ৫% ট্রেড ভ্যাট

যেসব ব্যবসায়ী স্থানীয়ভাবে পণ্য ক্রয় করে বিক্রি করেন তারা ৫% ট্রেড ভ্যাট প্রদান করে পণ্য বিক্রি করতে পারবেন। এ ধরনের ব্যবসায়ীগণ পণ্য ক্রয়মূল্যের ওপর ৩৩.৩৪% মূল্য সংযোজন করে 'মূসক-১খ' ফরমে মূল্য ঘোষণা প্রদান করবেন। তারা ৩৩.৩৪% এর ওপর ১৫% অর্থাৎ সর্বমোট মূল্যের ওপর ৫% হারে ব্যবসায়ী পর্যায়ের ভ্যাট প্রদান করে 'মূসক-১১' চালানপত্রের মাধ্যমে পণ্য বিক্রি করবেন। এ ধরনের ব্যবসায়ী উপকরণ কর রেয়াত প্রাপ্য

হবেন না। বিগত ২০১১-১২ অর্থ-বছরে এ ধরনের ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে বছরে একবার মূল্য ঘোষণা প্রদানের বিধান ছিল। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে স্বাভাবিক মূল্য ঘোষণার ন্যায় 'মূসক-১খ' ফরমে মূল্য ঘোষণা প্রদানের বিধান করা হয়েছে। তবে, পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের ক্ষেত্রে পূর্বের ন্যায় ১৩.৩৩% মূল্য সংযোজনের বিধান বহাল আছে। এক্ষেত্রে ভ্যাটের হার দাঁড়ায় ২ শতাংশ। আর ঔষধ জাতীয় পণ্যের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী পর্যায়ে মূল্য সংযোজনের হার ১৬ শতাংশ। সে ক্ষেত্রে ভ্যাটের হার দাঁড়ায় ২.৪ শতাংশ। ৫% হারে ট্রেড ভ্যাট প্রদানকারী ব্যবসায়ী 'মূসক-১৬' এবং 'মূসক-১৭' ফরমের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় হিসাব রাখতে পারবেন অথবা 'ফরম-ক' এর মাধ্যমে সমন্বিত ক্রয় ও বিক্রয় হিসাব সংরক্ষণ করতে পারবেন। এ ধরনের ব্যবসায়ীর 'মূসক-১৮' ফরমে চলতি হিসাব সংরক্ষণের আবশ্যিকতা নেই। তারা প্রতি কর মেয়াদে নিরূপিত ভ্যাট পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে ট্রেজারী চালানোর মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করবেন। ট্রেজারী চালানোর মূল কপি দাখিলপত্রের সাথে দাখিল করবেন।

উল্লেখ্য যে, কোনো বাণিজ্যিকভাবে আমদানিকৃত পণ্য প্রথম বিক্রির ক্ষেত্রে যদি মূল্য সংযোজন ৩৩.৩৪% এর কম বা বেশি হয় তাহলে স্ট্যান্ডার্ড ট্রেড ভ্যাট পদ্ধতিতে ব্যবসায়ী পর্যায়ের ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। এরূপ ক্ষেত্রে ৫% হারে ব্যবসায়ী পর্যায়ের ভ্যাট প্রদান করার আবশ্যিকতা নেই। তবে, আমদানির পর প্রথম বিক্রীর ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন ৩৩.৩৪% হলে ভ্যাট পরিশোধ না করার পদ্ধতি রয়েছে, যা সীল মারা পদ্ধতি নামে পরিচিত, যা পরবর্তীতে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম বিক্রির পরবর্তীতে বিক্রির ক্ষেত্রে বিক্রেতার সুবিধা অনুসারে স্ট্যান্ডার্ড ট্রেড ভ্যাট পদ্ধতি বা ৫% হারে ব্যবসায়ী পর্যায়ের ভ্যাট প্রদান করা যাবে। স্থানীয়ভাবে ক্রয়কৃত পণ্যের ক্ষেত্রে প্রথম বিক্রির সময় বিক্রেতার সুবিধামত স্ট্যান্ডার্ড ট্রেড ভ্যাট পদ্ধতিতে রেয়াত নিয়ে ১৫% ট্রেড ভ্যাট প্রদান করা যাবে অথবা রেয়াত না নিয়ে ৫% ট্রেড ভ্যাট প্রদান করা যাবে।

সাধারণতঃ যেসব ব্যবসায়ী পূর্ণরূপে হিসাবপত্র সংরক্ষণ করেন, সেসব ব্যবসায়ীর জন্য স্ট্যান্ডার্ড ট্রেড ভ্যাট পদ্ধতিতে ভ্যাট পরিশোধ করা সুবিধাজনক। পূর্বের ভ্যাট রেয়াত নিয়ে ১৫% ট্রেড ভ্যাট পরিশোধ করলে প্রকৃত অর্থে ১/২% মাত্র ভ্যাট পরিশোধ করতে হয়। কিন্তু রেয়াত না নিয়ে ৫% ভ্যাট পরিশোধ করলে আসলে বেশি ভ্যাট পরিশোধ করতে হয়। তাই, স্বচ্ছভাবে হিসাবপত্র সংরক্ষণ করে রেয়াত নিয়ে ১৫% ভ্যাট পরিশোধ করা সুবিধাজনক এবং আদর্শ ভ্যাট ব্যবস্থা গড়ে তুলতে তা সহায়তা করে। ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, জেনারেল স্টোর, বড় বড় দোকান সাধারণতঃ ৫% পদ্ধতিতে ট্রেড ভ্যাট প্রদান করছে। তবে, বাস্তব প্রয়োজনের ক্ষেত্রে এর বেশ কিছু ব্যত্যয় রয়েছে। যেমন: এক্ষেত্রে ৩৩.৩৪% মূল্য সংযোজনের বিধান রয়েছে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, জেনারেল স্টোর এবং বড় বড় দোকানে সব আইটেমের ক্ষেত্রে ৩৩.৩৪% মূল্য সংযোজন হয় না। কোনো আইটেমের ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন ৩৩.৩৪% এর কম, আবার কোনো আইটেমের ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন ৩৩.৩৪% এর চেয়ে বেশি হয়। তবে, তারা বিক্রি মূল্যের ওপর ৫% হারে ব্যবসায়ী পর্যায়ের ভ্যাট প্রদান করছে। এ বিষয়সমূহ এখনও সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। আবার,

এ ধরনের অনেক দোকান/স্টোরে পণ্যের গায়ে, ধারকে, মোড়কে লিখিত সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের (এমআরপি) ওপর ভ্যাটের হার প্রয়োগ করা হয়, যা সঠিক নয়।

সুপারশপের আইটেমের ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন ৩৩.৩৪ শতাংশ গণনা করতে হবে। বাণিজ্যিক আমদানিকারক, ব্যবসায়ী ও ক্ষুদ্র খুচরা ব্যবসায়ী কর্তৃক পণ্য সরবরাহের উপর আরোপনীয় মূল্য সংযোজন কর আদায় বিধিমালা, ২০১৮ (এস.আর.ও. নং-১৭৪-আইন/২০১৮/৭৯৭-মুসক, তারিখ: ০৭ জুন, ২০১৮) এর বিধি ৪(ঙ) অনুসারে, সুপারশপের ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন ৩৩.৩৪ শতাংশ গণনা করে তার উপর ১৫ শতাংশ অর্থাৎ সরবরাহ মূল্যের উপর ৫ শতাংশ ভ্যাট প্রদান করতে হবে। এখানে সুপারশপের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। সুপারশপের আয়তন হবে ১২ হাজার বর্গফুটের বেশি নয়। যেখানে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত, জীবানুমুক্ত, ও প্রিজারভেটিভ বিহীন মাছ-মাংস, চাল-ডাল, শাক-সবজি, ফল-মূলসহ দৈনন্দিন ব্যবহার্য গৃহস্থালি ও মনোহারী পণ্য বিক্রী করা হয়। এবং যেখানে হিসাবরক্ষণ ও ভ্যাট চালান ইস্যু করার জন্য Electronic Cash Register (ECR) বা Point of Sales (POS) Software ব্যবহার করা হয়। তবে, সুপারশপে মাছ-মাংস, চাল-ডাল, শাক-সবজি, ফল-মূলসহ দৈনন্দিন ব্যবহার্য গৃহস্থালি ও মনোহারী পণ্য ছাড়াও অনেক সময় ব্র্যান্ডেড পোশাক, মিষ্টি ইত্যাদি বিক্রী করা হয়। তখন প্রশ্ন আসে যে, ব্র্যান্ডেড পোশাক, মিষ্টি ইত্যাদির ক্ষেত্রেও কী সুপারশপ হিসেবে ৫ শতাংশ হারে ভ্যাট প্রযোজ্য হবে? আমার মতামত হলো না, তা হবে না। কারণ, সুপারশপ হলো ব্যবসায়ী পর্যায়ের একটি স্তর। আর ব্র্যান্ডেড পোশাক বিক্রী, মিষ্টি বিক্রী আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় সেবা হিসেবে বিবেচিত। যাহোক, ব্র্যান্ডেড পোশাকের ক্ষেত্রেও বর্তমানে ভ্যাট ৫ শতাংশ, সুপারশপের ক্ষেত্রেও ৫ শতাংশ। তাই, কোনো জটিলতা নেই। বর্তমান অর্থবছরে নন-ব্র্যান্ডেড পোশাকের ওপরও ৫ শতাংশ ভ্যাট আরোপ করা হয়েছে। মিষ্টির ক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট প্রযোজ্য হবে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ভ্যাট প্রযোজ্য হয় পণ্য ও সেবার ওপর। আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় সেবাগুলো সংজ্ঞায়িত করা আছে। তাই, কোনো স্থানে যদি একাধিক সেবা প্রদান করা হয়, তাহলে প্রতিটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হারে ভ্যাট আরোপিত হবে। পণ্যের ক্ষেত্রেও তাই। তাই, সুপার শপে একাধিক পণ্য ও সেবার ওপর প্রযোজ্য হারে ভ্যাট আরোপিত হবে।

আমদানির পর প্রথম বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী পর্যায়ের ভ্যাট প্রদানের বিধান

আমদানির পর প্রথম বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী পর্যায়ের ভ্যাট পরিশোধ নিয়ে জটিলতা ছিল। আমদানিকারক যখন কোনো পণ্য আমদানি করেন, তখন তিনি ব্যবসায়ী পর্যায়ের ভ্যাট অগ্রীম আমদানি পর্যায়ে পরিশোধ করেন, যা আমরা এ্যাডভান্স ট্রেড ভ্যাট (এটিভি) বলে জানি। ব্যবসায়ী পর্যায়ে ৩৩.৩৪% মূল্য সংযোজন হবে তা অনুমান করে তার ওপর ১৫% অর্থাৎ সর্বমোট মূল্যের ওপর ৫% ব্যবসায়ী পর্যায়ের ভ্যাট আমদানি পর্যায়ে অগ্রীম আদায় করে নেয়া হয়। তাই, ব্যবসায়ী পর্যায়ে যদি কারোর মূল্য সংযোজন ৩৩.৩৪% হয়, তাহলে তার আর ব্যবসায়ী পর্যায়ের ভ্যাট পরিশোধ করার প্রয়োজনীয়তা থাকে না। কারণ, তিনি ব্যবসায়ী পর্যায়ের ওই ভ্যাট অগ্রীম আমদানি পর্যায়ে পরিশোধ করেছেন। এরূপ ব্যবসায়ীর

ক্ষেত্রে ভ্যাট চালানপত্রে সীল প্রদান করে বিক্রি করার বিধান ইতোপূর্বেও ছিল, বর্তমানেও তা বহাল আছে। এরূপ ব্যবসায়ী যখন ভ্যাট চালানপত্র ইস্যু করবেন, তখন তিনি ভ্যাট চালানপত্রে পণ্যের পরিমাণ, পণ্যের মূল্য, তার ওপর আমদানি পর্যায়ে পরিশোধিত ১৫ শতাংশ ভ্যাটের পরিমাণ (যদি থাকে), আমদানি পর্যায়ে পরিশোধিত ৫ শতাংশ হারে এটিভি পরিশোধের পরিমাণ, আমদানি বিল-অব-এন্ট্রি নম্বর, তারিখ, শুল্ক স্টেশনের নাম ইত্যাদি ভ্যাট চালানে উল্লেখ করবেন। আমদানি পণ্য যদি একাধিক ভ্যাট চালানের মাধ্যমে বিক্রি করা হয়, তাহলে ওই তথ্য তিনি আনুপাতিক হারে প্রতি চালানে উল্লেখ করবেন। তাহলে, তার আর আমদানির পর প্রথম বিক্রির সময় ব্যবসায়ী পর্যায়ের ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে না। এই পদ্ধতিকে সাধারণ ভাষায় সীল মারা পদ্ধতি বলা হয়। সাধারণতঃ ভ্যাট চালানের ওপর এই মর্মে একটি সীল প্রদান করা হয় “এই চালানের বিপরীতে ব্যবসায়ী পর্যায়ের ভ্যাট আমদানি পর্যায়ে শুল্ক স্টেশনের বিল-অব-এন্ট্রি নম্বর তারিখ: এর মাধ্যমে অগ্রীম পরিশোধ করা হয়েছে”। এই পদ্ধতি অনুসরণকারী রেয়াত পাবেন না। আর আমদানির পর তার মূল্য সংযোজন যদি ৩৩.৩৪% এর চেয়ে কম বা বেশি হয়, তাহলে আর তিনি সীল মারা পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারবেন না। তাহলে, তাকে স্ট্যাভার্ড পদ্ধতিতে যেতে হবে, অর্থাৎ প্রকৃত মূল্য সংযোজনের ভিত্তিতে মূল্য ঘোষণা প্রদান করে ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট পরিশোধ করে ভ্যাট চালান ইস্যু করতে হবে এবং তিনি আমদানি পর্যায়ে পরিশোধিত ভ্যাট এবং এটিভি রেয়াত পাবেন। তবে, আগেই আমি উল্লেখ করেছি যে, আমাদের দেশে ট্রেডিং পর্যায়ের ভ্যাট খুব সংগঠিত নয়। তাই, বিধি-বিধানের বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রেও ব্যত্যয় রয়েছে। আমদানির পর অনেক ব্যবসায়ী স্ট্যাভার্ড ট্রেড ভ্যাট পদ্ধতি বা সিল মারা পদ্ধতি অবলম্বন না করে ৫% ট্রেড ভ্যাট পরিশোধ করে বিক্রি করে থাকেন।

এক্ষেত্রেও উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিষয় আলোচনা করা দরকার। আমরা জানি যে, ট্রেডার যদি ভ্যাট চালান ইস্যু করে পণ্য সরবরাহ করেন তাহলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। সিল মারা পদ্ধতিতেও ভ্যাট চালান ইস্যু করতে হবে। এরূপ ভ্যাট চালানসহ পণ্য সরবরাহ দিলে সরবরাহ গ্রহণকারী বিল পরিশোধ করার সময় উৎসে ভ্যাট কর্তন করবেন না, ভ্যাটসহ সব মূল্য পরিশোধ করে দেবেন।

ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট প্রদান পদ্ধতি: প্যাকেজ ভ্যাট

এ পর্যায়ে প্যাকেজ ভ্যাট বলতে আমরা কী বুঝি তা সাধারণ পাঠকদের সুবিধার্থে আলোচনা করা প্রাসঙ্গিক। পূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় ব্যবসায়ী বলতে আমরা ডিলার, ডিস্ট্রিবিউটর, কমিশন এজেন্ট, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, জেনারেল স্টোর, পাইকারী বিক্রেতা, খুচরা বিক্রেতা এবং ক্ষুদ্র দোকানদারদেরকে বুঝে থাকি। আমাদের দেশে এরূপ লক্ষ লক্ষ প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান স্ট্যাভার্ড ট্রেড ভ্যাট (১৫%) এবং ৫% ট্রেড ভ্যাট পদ্ধতিতে ব্যবসায়ী পর্যায়ের ভ্যাট পরিশোধ করছে। আর অবশিষ্ট অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান প্যাকেজ ভ্যাট পদ্ধতিতে ব্যবসায়ী পর্যায়ের ভ্যাট পরিশোধ করছে।

প্যাকেজ ভ্যাটের ক্ষেত্রে ৪টি স্ল্যাব রয়েছে। নিম্নের ছকে উহা প্রদর্শিত হলো:

ক্রমিক নং	যে সকল এলাকার জন্য প্রযোজ্য	সর্বোচ্চ বার্ষিক মূল্য সংযোজনের পরিমাণ	মূল্য সংযোজন করের হার	প্রদেয় ন্যূনতম মূল্য সংযোজন করের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫
১.	ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকা	১,৮৬,৬৬৭/- টাকা	১৫%	২৮,০০০/- টাকা
২.	অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এলাকা	১,৩৩,৩৩৪/- টাকা	১৫%	২০,০০০/- টাকা
৩.	জেলা শহরের পৌর এলাকা	৯৩,৩৩৪/- টাকা	১৫%	১৪,০০০/- টাকা
৪.	দেশের অন্যান্য এলাকা	৪৬,৬৬৭/- টাকা	১৫%	৭,০০০/- টাকা

উল্লেখ্য, স্থানীয় দোকান মালিক সমিতি এবং স্থানীয় ভ্যাট কর্তৃপক্ষ সম্মিলিতভাবে এরূপ ক্ষুদ্র দোকানদারদের তালিকা প্রস্তুত করে থাকে। এসব দোকানদার তাদের জন্য নির্ধারিত পরিমাণ ভ্যাট বার্ষিক এককালীন বা মাসিক কিস্তিতে পরিশোধ করতে পারেন। কোনো এলাকার ক্ষুদ্র দোকানদারদের কত টাকা বছরে পরিশোধ করতে হবে তা ওপরের ছকে বর্ণিত রয়েছে। এ ধরনের ক্ষুদ্র খুচরা ব্যবসায়ীগণ পণ্য ক্রয়ের দলিলাদি, ক্যাশ মেমো ও বিক্রয় পুস্তক সংরক্ষণ করবেন। এই তালিকার বাইরে যেসব ব্যবসায়ী থাকবেন তাদেরকে স্ট্যান্ডার্ড ট্রেড ভ্যাট পদ্ধতি অথবা ৫% ট্রেড ভ্যাট পদ্ধতিতে ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। এ ধরনের ক্ষুদ্র দোকানদারদের নিকট থেকে পণ্য ক্রয় করা হলে যোগানদার হিসেবে ৫% ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। কারণ, তারা ভ্যাট চালান ইস্যু করেন না। তাছাড়া, বাস্তবে তাদের প্রকৃত টার্নওভার অনেক বেশি।

ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হতে ক্রয় করে বিক্রির ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী পর্যায়ে প্রকৃত মূল্য সংযোজনের ওপর ১৫ শতাংশ ভ্যাট প্রদান করার পদ্ধতি:

ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছিলাম যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ব্যাখ্যাপত্র নং ০১/মূসক/২০১৫, তারিখ: ১২/০২/২০১৫ খ্রিস্টাব্দ অনুসারে, ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হতে ক্রয় করে বিক্রির ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী পর্যায়ে প্রকৃত মূল্য সংযোজনের ওপর ১৫ শতাংশ হারে নীট ভ্যাট প্রদান করার পদ্ধতি রয়েছে। উক্ত ব্যাখ্যাপত্রটি নিম্নে সন্নিবেশ করা হলো:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

[মূসক আইন ও বিধি শাখা]

ব্যাখ্যা পত্র নং- ০১/মূসক/২০১৫

তারিখ: ১২/০২/২০১৫ খ্রিস্টাব্দ।

বিষয়: মূসক অব্যাহতিপ্রাপ্ত উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান থেকে পণ্য ক্রয় করে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী পর্যায়ে মূল্য সংযোজনের উপর ১৫% হারে নীট মূসক প্রদান বিষয়ে দিক-নির্দেশনা/ব্যাখ্যা।

মাঠ পর্যায়ে ডিলার/ডিস্ট্রিবিউটর/খুচরা ব্যবসায়ী কর্তৃক উৎপাদন পর্যায়ে মূসক অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর পরিশোধের ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে মর্মে নওগাঁ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এর পত্র মারফত বোর্ড অবহিত হয়েছে। এ জটিলতা নিরসনকল্পে মূসক অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের পণ্য ডিলার/ডিস্ট্রিবিউটর/খুচরা ব্যবসায়ী কর্তৃক বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী পর্যায়ে প্রকৃত মূল্য সংযোজনের ভিত্তিতে মূল্য সংযোজন কর আদায়ের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত নির্দেশনা প্রদান করা হলো :

- সংশ্লিষ্ট ডিলার/ডিস্ট্রিবিউটর/খুচরা ব্যবসায়ী মূল্য সংযোজন কর বিধিমালায় বিধি ৩(১) অনুযায়ী মূসক-১খ ফরমে মূল্য ঘোষণা প্রদান করবে;
- মূসক-১খ ফরমের কলাম (৫) এ ডিলার/ডিস্ট্রিবিউটর/খুচরা বিক্রেতাকে ব্যবসায়ী পর্যায়ে প্রকৃত মূল্য সংযোজনের পরিমাণ উল্লেখ করতে হবে;
- মূসক-১খ ফরমের কলাম (৯) অথবা (১০) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এ ক্রয়মূল্য এবং মূল্য সংযোজনের পরিমাণ আলাদা আলাদাভাবে উল্লেখ করতে হবে এবং শুধুমাত্র প্রকৃত মূল্য সংযোজনের উপরই ১৫% হারে নীট মূসক প্রদান করতে হবে; এবং
- এক্ষেত্রে কোন রেয়াত গ্রহণ করা যাবে না।

০২। মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি-৩৮ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে এ নির্দেশনা/ব্যাখ্যাপত্র জারি করা হলো।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,
মোহাম্মদ ফাইজুর রহমান
প্রথম সচিব (মূসক নীতি)

ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট বিষয়ে বর্তমানে বেশ কয়েকটি এসআরও ও সাধারণ আদেশ কার্যকর রয়েছে। তন্মধ্যে মূল এসআরও হলো এস.আর.ও. নং-১৭৪-আইন/২০১৮/৭৯৭-মূসক, তারিখ: ০৭ জুন, ২০১৮। এসআরওটি নিম্নে সন্নিবেশ করা হলো:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
ঢাকা।

[মূল্য সংযোজন কর]
প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ / ০৭ জুন, ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও. নং-১৭৪-আইন/২০১৮/৭৯৭-মূসক।—মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২২ নং আইন) এর ধারা ৭২, ধারা ৫ এর উপ-ধারা (২) এর শর্তাংশ, ধারা ৬ এর উপ-ধারা (৪) এবং ধারা ৩১ এর উপ-ধারা (১) এর শর্তাংশের সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:-

১। **শিরোনাম।**— এই বিধিমালা বাণিজ্যিক আমদানিকারক, ব্যবসায়ী ও ক্ষুদ্র খুচরা ব্যবসায়ী কর্তৃক পণ্য সরবরাহের উপর আরোপণীয় মূল্য সংযোজন কর আদায় বিধিমালা, ২০১৮ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**— বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়-

- (ক) “আইন” অর্থ মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২২ নং আইন);
- (খ) “বাণিজ্যিক আমদানিকারক” অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (খথ) এ সংজ্ঞায়িত বাণিজ্যিক আমদানিকারক;
- (গ) “ব্যবসায়ী” অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (খথখথ) এ সংজ্ঞায়িত ব্যবসায়ী;
- (ঘ) “মূসক” অর্থ মূল্য সংযোজন কর;
- (ঙ) “মূসক বিধিমালা” অর্থ মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১।

৩। **প্রযোজ্যতা।**— এই বিধিমালা বাণিজ্যিক আমদানিকারক কর্তৃক আমদানিকৃত ও ব্যবসায়ী কর্তৃক সংগৃহীত পণ্যের পরবর্তী সরবরাহের উপর প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর আদায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

৪। **মূসক নিরূপণ।**— বাণিজ্যিক আমদানিকারক কর্তৃক আমদানিকৃত অথবা বাণিজ্যিক আমদানিকারক ব্যতীত অন্যান্য ব্যবসায়ী কর্তৃক সংগৃহীত পণ্যের পরবর্তী সরবরাহের ওপর আরোপণীয় মূসক নিম্নবর্ণিত হারে নিরূপিত হইবে, যথাঃ-

- (ক) বাণিজ্যিক আমদানিকারকের ক্ষেত্রে পণ্য আমদানির সময় শুল্ক স্টেশনে দাখিলকৃত বিল অব এন্ট্রিতে শুল্ক কর্মকর্তা কর্তৃক পণ্যের অনুমোদিত শুল্কায়নযোগ্য মূল্যের সহিত আমদানি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক, অন্যান্য শুল্ক ও কর (মূল্য সংযোজন কর ও অগ্রিম আয়কর ব্যতীত) যদি থাকে, গণনা

করিয়া উহার সহিত ৩৩.৩৪ শতাংশ মূল্য সংযোজনপূর্বক সর্বমোট মূল্যের উপর ৫ শতাংশ হারে মূসক অগ্রিম আদায় করিতে হইবে;

- (খ) আমদানিস্তরে মূসক বা অগ্রিম মূসক বা উভয়ই পরিশোধ করিবার পর আমদানি স্টেশন হইতে সংশ্লিষ্ট বিল অব এন্ট্রিতে প্রদর্শিত ঠিকানা বা ব্যবসাস্থল সংশ্লিষ্ট পণ্য আনয়নের পূর্বে বা পরে পরবর্তী প্রথম বিক্রয় বা সরবরাহের সময় (নিজস্ব মালিকানাধীন কিন্তু আলাদাভাবে নিবন্ধিত অন্য কোন ব্যবসাস্থল বা পণ্যাগারে স্থানান্তরসহ) আমদানি পর্যায়ে ৩৩.৩৪ শতাংশ হারে নির্ধারিত মূল্য সংযোজন ও তাহার ভিত্তিতে ৫ শতাংশ হারে পরিশোধিত অগ্রিম মূসককে চূড়ান্ত বিবেচনা করিলে উক্ত আমদানি পর্যায়ে পরিশোধিত ১৫ শতাংশ মূসক (যদি প্রযোজ্য হয়) সহ ৫ শতাংশ অগ্রিম মূসক আনুপাতিকহারে প্রদর্শন, সংশ্লিষ্ট আমদানি বিল অব এন্ট্রির নম্বর, তারিখ ও শুল্ক স্টেশনের নাম উল্লেখ করিয়া মূসক বিধিমালার ‘মূসক-১১’ চালানপত্র ইস্যু করা যাইবে;
- (গ) দফা (খ) এ উল্লিখিত ক্ষেত্রে ব্যতীত বাণিজ্যিক আমদানিকারক কর্তৃক আমদানিকৃত বা অন্যান্য যে কোন ব্যবসায়ী কর্তৃক ক্রীত বা সংগৃহীত পণ্য পরবর্তী সরবরাহ বা বিক্রয়ের সময় আইনের ধারা ৮ এর বিধান সাপেক্ষে, বিধি ৫(২) হইতে বিধি ৫(১১) এর বিধান, অথবা বিধি ৫(১২) এর বিধান অনুযায়ী (যাহার ক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য) ব্যবসায়ী পর্যায়ে মূসক প্রদেয় হইবে;
- (ঘ) পেট্রোলিয়াম জাতীয় পণ্যের ব্যবসায়ী পর্যায়ে সরবরাহের সময় মূল্য সংযোজনের হার ১৩.৩৩ শতাংশ হিসাবে গণনা করিয়া তাহার উপর ১৫% অর্থাৎ সরবরাহ মূল্যের উপর ২ শতাংশ মূসক প্রদেয় হইবে;
- (ঙ) সুপারশপ এর ব্যবসায়ী পর্যায়ে সরবরাহের সময় মূল্য সংযোজনের হার ৩৩.৩৪ শতাংশ হিসাবে গণনা করিয়া তাহার উপর ১৫% অর্থাৎ সরবরাহ মূল্যের উপর ৫ শতাংশ মূসক প্রদেয় হইবে;
- ব্যাখ্যা।**— ‘সুপারশপ’ অর্থ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হউক বা না হউক, একই অঙ্গনে সাকুল্যে ১২,০০০ (বার হাজার) বর্গফুট আয়তনের অধিক নহে, এইরূপ কোন স্বতন্ত্র ও পরিপূর্ণ দোকান, যেখানে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত, জীবানুমুক্ত ও প্রিজারভেটিভ বিহীন মাছ-মাংস, চাল-ডাল, শাক-সবজি, ফল-মূলসহ দৈনন্দিন ব্যবহার্য গৃহস্থালি ও মনোহারী পণ্য বিক্রয় করা হইয়া থাকে এবং যেখানে হিসাব সংরক্ষণ ও মূসক-১১ চালান ইস্যু করিবার জন্য আইন ও বিধি দ্বারা নির্ধারিত Electronic Cash Register (ECR) বা Point of Sale (POS) software অথবা উভয়ই ব্যবহার করা হইয়া থাকে এইরূপ দোকান।
- (চ) ঊষধ জাতীয় পণ্যের ব্যবসায়ী পর্যায়ে সরবরাহের সময় মূল্য সংযোজনের হার ১৬% (ষোল শতাংশ) হিসাবে গণনা করিয়া উহার উপর ১৫% (পনের শতাংশ) অর্থাৎ সরবরাহ মূল্যের উপর ২.৪ (দুই দশমিক চার) শতাংশ মূসক প্রদেয় হইবে।

৫। **মুসক আদায়, হিসাব রক্ষণ, ইত্যাদি।**—(১) বাণিজ্যিক আমদানিকারকের ক্ষেত্রে আমদানিকৃত পণ্যের পরবর্তী সরবরাহের উপর প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর আমদানি শুল্ক স্টেশনে আমদানিকৃত পণ্য চালানো বিল অব এন্ট্রি শুল্কায়ন সমাপ্ত হইবার পর চালান খালাসের অনুমোদন প্রদানের পূর্বে উৎসে আদায় করিতে হইবে।

(২) বিধি ৪ এর দফা (খ) এর বিধান সাপেক্ষে বাণিজ্যিক আমদানিকারক কর্তৃক আমদানিকৃত পণ্যের বিপরীতে অগ্রীম মুসক পরিশোধ করিবার পর পরবর্তী বিক্রয় বা সরবরাহের সময় প্রকৃত মূল্য সংযোজনের ভিত্তিতে মূল্য সংযোজন কর প্রদানের ক্ষেত্রে আইনের ধারা ৫ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী মূল্য নির্ধারিত হইবে।

(৩) বাণিজ্যিক আমদানিকারক ব্যতিত অন্যান্য সকল ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী কর্তৃক প্রকৃত মূল্য সংযোজনের ভিত্তিতে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর ধার্যের জন্য আইনের ধারা ৫ এর উপ-ধারা (২) অনুসারে মূল্য নির্ধারিত হইবে।

(৪) উপ-বিধি (২) ও (৩) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাণিজ্যিক আমদানিকারক এবং অন্যান্য ব্যবসায়ীকে মুসক বিধিমালার বিধি ৩ এর বিধান অনুযায়ী ফরম ‘মুসক-১খ’ তে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট প্রকৃত বাজারমূল্য ঘোষণা করিতে হইবে এবং তাহা সম্ভব না হইলে আইনের ধারা ৫(২) এর বিধানের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ ও সংশ্লিষ্ট পণ্যের বাজার মূল্যের গতি প্রকৃতি অনুযায়ী নির্দেশক হিসাবে সম্ভাব্য বাজার মূল্য ঘোষণা করিতে হইবে।

(৫) উপ-বিধি (৪) এর অধীন ঘোষিত মূল্য অথবা সংশ্লিষ্ট পণ্যের প্রকৃত বাজার বা বিক্রয় মূল্য ঘোষিত মূল্যের চেয়ে বেশী হইলে সেই মূল্যের ভিত্তিতে আইনের ধারা ৩ অনুযায়ী মুসক পরিশোধ সাপেক্ষে পণ্য সরবরাহ করিতে হইবে।

(৬) উপ-বিধি (৪) এর অধীন ঘোষিত উক্ত মূল্য ভিত্তি আইনের ধারা ৫ এর সহিত সংগতিপূর্ণ না হইলে উক্ত আইনের ধারা ৩৭ ও ধারা ৫৫ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(৭) বাণিজ্যিক আমদানিকারক এবং অন্যান্য ব্যবসায়ী কর্তৃক মুসক বিধিমালার বিধি ১৬ অনুযায়ী ফরম ‘মুসক-১১’ অথবা ‘মুসক-১১ক’ এ চালানপত্র প্রদান করিয়া পণ্য সরবরাহ করিতে হইবে।

(৮) বাণিজ্যিক আমদানিকারক কর্তৃক আমদানি পর্যায়ে পরিশোধিত সমুদয় মূল্য সংযোজন কর ও অগ্রিম মূল্য সংযোজন কর, আইনের ধারা ৯ এর বিধান সাপেক্ষে, প্রদেয় মুসক এর বিপরীতে চলতি হিসাবে অথবা দাখিলপত্রে সমন্বয়ের মাধ্যমে রেয়াত গ্রহণ করা যাইবে।

(৯) ব্যবসায়ী কর্তৃক প্রকৃত মূল্য সংযোজনের ভিত্তিতে কর পরিশোধের ক্ষেত্রে তৎকর্তৃক ক্রয়কৃত উপকরণের বিপরীতে পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর রেয়াত গ্রহণ করা যাইবে, যাহা ব্যবসায়ী কর্তৃক প্রদেয় মুসক এর বিপরীতে চলতি হিসাব বা দাখিলপত্রে সমন্বয়যোগ্য হইবে।

(১০) উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ ও প্রকৃত হারে মুসক পরিশোধ করিবার লক্ষ্যে বাণিজ্যিক আমদানিকারক এবং অন্যান্য ব্যবসায়ীকে মুসক বিধিমালার বিধি ২২ অনুযায়ী হিসাব সংরক্ষণ করিতে হইবে, তবে ক্রয় হিসাব পুস্তক ‘ফরম মুসক-১৬’ ও বিক্রয় হিসাব পুস্তক ‘ফরম মুসক-১৭’ এর পরিবর্তে ‘ফরম-ক’ অনুযায়ী সমন্বিত ক্রয় ও বিক্রয় হিসাব পুস্তক সংরক্ষণ করা যাইবে।

(১১) যে কর মেয়াদে আমদানি পর্যায়ে অগ্রিম মূল্য সংযোজন কর আদায় করা হইয়াছে সেই কর মেয়াদে বা উহার অব্যবহিত পরবর্তী কর মেয়াদে রেয়াত গ্রহণ করা যাইবে।

(১২) প্রকৃত মূল্য সংযোজনের ভিত্তিতে কর পরিশোধকারী বাণিজ্যিক আমদানিকারক ও ব্যবসায়ী ব্যতীত অন্যান্য বাণিজ্যিক আমদানিকারক ও ব্যবসায়ী কর্তৃক আমদানিকৃত বা অন্যভাবে সংগৃহীত পণ্যের ক্ষেত্রে ৩৩.৩৪ শতাংশ হারে মূল্য সংযোজন হিসাব করিয়া তাহার উপর ১৫ শতাংশ অর্থাৎ সরবরাহ মূল্যের উপর ৫ শতাংশ হারে মুসক প্রদান করিতে হইবে, তবে সেই ক্ষেত্রে কোন রেয়াত গ্রহণ করা যাইবে না।

(১৩) বাণিজ্যিক আমদানিকারক এবং অন্যান্য ব্যবসায়ী কর্তৃক প্রতি কর মেয়াদে নিরূপিত মূল্য সংযোজন কর পরবর্তী মাসের পনের তারিখের মধ্যে ট্রেজারী চালানোর মাধ্যমে “১/১১৩৩/সংশ্লিষ্ট কমিশনারেটের কোড/০৩১১” কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করিবেন এবং ট্রেজারী চালানোর মূল কপিসহ প্রতি কর মেয়াদের দাখিলপত্র সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ে উক্ত একই তারিখের মধ্যে দাখিল করিবেন।

(১৪) সরবরাহ পর্যায়ে প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর অপেক্ষা গৃহীত রেয়াতের পরিমাণ বেশী হইলে তিনি আইনের ধারা ৬৭ ও মুসক বিধিমালার বিধি ৩৪ক ও বিধি ৩৪খ অনুসরণপূর্বক অতিরিক্ত পরিশোধিত কর ফেরত দাবী করিতে পারিবেন।

৬। **ক্ষুদ্র খুচরা ব্যবসায়ীর মুসক পরিশোধ পদ্ধতি।**— (১) এই বিধিমালার অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, স্বেচ্ছায় নিবন্ধিত ক্ষুদ্র খুচরা ব্যবসায়ী বা দোকানের ক্ষেত্রে, নিম্নোক্ত টেবিলে বিধিতরূপে সর্বনিম্ন বার্ষিক মূল্য সংযোজন কর প্রদেয় হইবে, যথা:—

টেবিল

ক্রমিক নং	যে সকল এলাকার জন্য প্রযোজ্য	সর্বোচ্চ বার্ষিক মূল্য সংযোজনের পরিমাণ	মূল্য সংযোজন করের হার	প্রদেয় ন্যূনতম মূল্য সংযোজন করের পরিমাণ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১.	ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকা	১,৮৬,৬৬৭/- টাকা	১৫%	২৮,০০০/- টাকা
২.	অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এলাকা	১,৩৩,৩৩৪/- টাকা	১৫%	২০,০০০/- টাকা
৩.	জেলা শহরের পৌর এলাকা	৯৩,৩৩৪/- টাকা	১৫%	১৪,০০০/- টাকা
৪.	দেশের অন্যান্য এলাকা	৪৬,৬৬৭/- টাকা	১৫%	৭,০০০/- টাকা

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর আগামী ০১ জুলাই, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ তারিখ হইতে কার্যকর হইবে এবং উহা বার্ষিক এককালীন বা মাসিক কিস্তিতে পরিশোধ করা যাইবে।

(৩) এই বিধির অধীন মূল্য সংযোজন কর পরিশোধের ক্ষেত্রে, ক্ষুদ্র খুচরা ব্যবসায়ীগণকে পণ্য ক্রয়ের দলিলাদি, ক্যাশ মেমো ও বিক্রয় পুস্তক সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৪) বিভাগীয় কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট রাজস্ব কর্মকর্তা, সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা ও ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের সহায়তায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত আদেশে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক এইরূপ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের তালিকা তৈরী করিবেন।

৭। অগ্রিম মূসক আদায়যোগ্য নয় এইরূপ পণ্য।— নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে অগ্রিম মূসক আদায়যোগ্য হইবে না, যথাঃ—

- (ক) কোন নিবন্ধিত উৎপাদনকারী বা সেবা প্রদানকারী কর্তৃক Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969) এর আওতায় শুল্ক অনুবিভাগ কর্তৃক জারিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে রেয়াতী সুবিধাপ্রাপ্ত যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ এবং নিবন্ধিত উৎপাদনকারী বা সেবা প্রদানকারী কর্তৃক আমদানিকৃত উপকরণ, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ, যাহা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ফরম 'মূসক-১, বা 'মূসক-১ক' বা 'মূসক-১গ' বা ফরম 'মূসক-৭' এ অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে;
- (খ) সরকারি, আধাসরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা, জাতিসংঘভুক্ত সংস্থা, দূতাবাস, বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও সংস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিক্রয়/হস্তান্তরের জন্য নয় এমন আমদানিকৃত পণ্য;
- (গ) Customs Act, 1969 (Act IV of 1969) এর Section এর ১৩ এর অধীনে বন্ড লাইসেন্স বা বন্ড রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত সরাসরি রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান, প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ডিপ্লমেন্টিক বন্ডেডওয়্যার হাউস কর্তৃক বন্ড লাইসেন্সের আওতায় আমদানিকৃত পণ্য;
- (ঘ) সরকারি, আধাসরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা, ব্যাংক, বীমা ও এনজিও তে দরপত্র বা কার্যাদেশের ভিত্তিতে যোগানদার হিসেবে সরবরাহের উদ্দেশ্যে আমদানিকৃত পণ্য;
- (ঙ) Customs Act, 1969 (Act IV of 1969) এর অধীনে প্রণীত যাত্রী (অপযর্টক) ব্যাগেজ বিধিমালার আওতায় বিক্রি/হস্তান্তরের জন্য নয় এমন আমদানিকৃত পণ্য;
- (চ) Presidents (Remuneration and Privileges) Act, 1975 অনুসারে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক আমদানিকৃত পণ্য;
- (ছ) সংসদ সদস্যগণ কর্তৃক অব্যাহতি সুবিধার আওতায় আমদানিকৃত গাড়ি অথবা জিপ;
- (জ) অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের প্রজ্ঞাপন এসআরও নং- ৬১-আইন/৯২/১৪৪৪/শুল্ক, তারিখ: ১৭/০৩/১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ এর আওতায় ত্রাণ হিসেবে আমদানিকৃত পণ্য;
- (ঝ) অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের প্রজ্ঞাপন এসআরও নং ৩৬-আইন/৯৩/১৫০২/শুল্ক, তারিখ: ১৫/০২/১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ এর আওতায় অন্ধ ও বধিরদের জন্য আমদানিকৃত পণ্য;
- (ঞ) অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের স্মারক নং 9(41)NBR/Cus-IV/72/246, Date: 10.04.1981 এর আওতায় Defence Store হিসেবে আমদানিকৃত পণ্য;

- (ট) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন এসআরও নং- ৫৪২-এল/৮৪/৮৮৬/কাস, তারিখ: ১০/১২/১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ এর আওতায় সাময়িক আমদানি হিসেবে আমদানিকৃত পণ্য;
- (ঠ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অনুমোদনের ভিত্তিতে সরকারি প্রকল্পের আওতায় আমদানিকৃত পণ্য;
- (ড) পণ্য পরিবহনে ব্যবহৃতব্য সমুদ্রগামী জাহাজ আমদানির ক্ষেত্রে;
- (ঢ) অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের প্রজ্ঞাপন এসআরও নং- ২০২-আইন/৯৫/১৬৩৯/কাস, তারিখ: ২৮/১১/১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ এর আওতায় আমদানিকৃত পণ্য;
- (ণ) যাত্রী পরিবহনে ব্যবহৃতব্য বিমান ও উহার যন্ত্রাংশ আমদানির ক্ষেত্রে;
- (ত) ক্যান্সার নিরাময়ে ব্যবহৃতব্য Glivec (Imatinib capsule) ও Tasigna (Nilotinib) নামীয় ঔষধ আমদানির ক্ষেত্রে;
- (থ) পণ্য পরিবহনে ব্যবহৃত কার্গো বিমান;
- (দ) উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিনিয়োগ বোর্ডের নিবন্ধন সনদপত্র এবং শতভাগ রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বস্ত্র অধিদপ্তরের সনদপত্রে উল্লিখিত যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ; এবং
- (ধ) পলিস্টার সূতার কাঁচামাল পিইটিচিপস (এইচ এস কোড ৩৯০৭.৬০.১০) আমদানির ক্ষেত্রে।

৮। রহিতকরণ ও হেফাজত।- (১) বাণিজ্যিক আমদানিকারক, ব্যবসায়ী ও ক্ষুদ্র খুচরা ব্যবসায়ী কর্তৃক পণ্য সরবরাহের উপর আরোপণীয় মূল্য সংযোজন কর আদায় বিধিমালা, ২০১৫ এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও উক্ত বিধিমালার অধীন কৃত কার্য, গৃহীত ব্যবস্থা বা চলমান কার্যক্রম এই বিধিমালার অধীন কৃত, গৃহীত বা চলমান বলিয়া গণ্য হইবে।

ক্রয় ও বিক্রয় হিসাব পুস্তক
[বিধি ৫(১০) দ্রষ্টব্য]

ফরম-ক

প্রতিষ্ঠানের নাম :
পূর্ণ ব্যবসায়িক ঠিকানা :
নিবন্ধন নম্বর :
তারিখ :
এলাকা কোড :

টেলিফোন নম্বর :
ফ্যাক্স নম্বর :

ক্রমিক নং	পণ্যের বিবরণ	পণ্যের একক	একক পণ্যের মূল্য	মজুদ পণ্যের প্রারম্ভিক পরিমাণ	সংগৃহিত/ ক্রয়কৃত /আমদানিকৃত পণ্যের পরিমাণ	বিক্রেতা/ সরবরাহকারীর নাম, ঠিকানা ও নিবন্ধন নম্বর	ক্রয় চালানপত্রের নম্বর ও তারিখ	পণ্যের শেট মজুদ (কলাম ৫+৬)	সরবরাহকৃত পণ্যের পরিমাণ	বিক্রয় চালানপত্রের নম্বর ও তারিখ	প্রদেয় মুসক	পণ্যের প্রান্তিক জের (কলাম (৯-১০)	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,
[হাছান মুহম্মদ তারেক রিকাবদার]
প্রথম সচিব (মুসক নীতি)

Case Reference:

Advance Trade VAT (ATV) shall be applicable on the import of helicopter and ocean going vessels

(Unreported) *Partex Aviation Ltd., Kuliarchar Aviation Ltd., Zainul Haque Sikder Womens Medical College and Hospital Ltd. and R & R Aviation Ltd. vs. Commissioner of Customs and others; and Grandeur Shipping Lines Ltd. & Trance Ocean Lines Ltd. vs. Bangladesh and others*: It appears from the memorandum and Articles of all the petitioner companies that open latitude has been given to the petitioners by such memorandum to deal with their properties either in the course of their business or otherwise. Not only that, the memorandum allows them to lease out, rent out and charter out the said helicopters and vessels in favour of any one and in any manner they like. Therefore, from the very reading of those latitudes as given by the said memorandum of the petitioners, it cannot be said that the imported helicopters and the vessels cannot be or will not be transferred to anyone else in any other manner than sale. Though the learned advocates for the petitioners have submitted strenuously before this Court that since the title of the said helicopters and vessels will remain in the petitioners even if they are leased out or chartered out in favour of somebody else, such assertions or submissions are not enough to reach a proper conclusion by the Court order writ jurisdiction. We are not in a position to definitely determine that such renting out or leasing out of their helicopters or vessels will not come under the purview of ‘transfer in any other manner’ as determination of the same depends on the future activities of the petition. Since the words ‘transfer in any other manner’, as used in the definition of the ‘Commercial Importer’ under section 2 (থখ) is so wide, it cannot be definitely said that the manners which have been allowed by the memorandum and articles of the petitioners companies do not come under the said wide purview of অন্যবিধভাবে হস্তান্তর. (*Justice Shiekh Hassan Arif and Justice J. N. Deb houdhury, Writ Petition Nos. 767, 5085-5086 of 2014, 8373 of 2015, 7183, 7513, 7566-7567 of 2011*).

